"ছেলে হোক, মেয়ে হোক, দু'টি সন্তানই যথেষ্ট"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী
৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.dgfpbd.org

স্মারক নং-পপঅ/এফএসডি/১৩(বিবিধ)১১(পরিপত্র)/২০১৭-১৮/ ১২৮৬ তারিখঃ ২৬/১১/২০১৯খ্রিঃ

বিষয় ঃ **দেশব্যাপী পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ-২০১৯ উপলক্ষ্যে নির্দেশনা।**

আগামী ০৭-১২ ডিসেম্বর ২০১৯খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনা কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদ্‌যাপন শুরু হচ্ছে। এবারের সেবা ও প্রচার সপ্তাহের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে- **"পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণ করি, কৈশোরকালীন মাতৃত্ব রোধ করি"।**

যে সকল দম্পতির ক্ষেত্রে স্ত্রীর বয়স ১৯ বছর বা তার কম তাদেরকে কৈশোর দম্পতি বলা হয়। বাংলাদেশে মেয়েদের গড় বিয়ের বয়স ১৬.৮ বছর। শতকরা ৫৯ ভাগ মেয়ের ১৮ বছরের পূর্বেই বিয়ে হয়ে যায়, এর মধ্যে ৩১% মহিলা গর্ভধারণ করে। এই বয়সী দম্পতিদের মধ্যে প্রতিহাজারে জন্ম হার বর্তমানে ৭৫ জন। কৈশোর দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার অন্য বয়সীদের থেকে কম (শতকরা ৪৭ ভাগ)। তাছাড়া এ বয়সে পরিবার পরিকল্পনা অপূর্ণ চাহিদার হার অনেক বেশী (১৭%)।

একটি মেয়েকে ১৮ বছরের আগে বিয়ে না দেওয়া, ২০ বছরের আগে সন্তান না নেওয়া এবং ২০ বছরের পরে কমপক্ষে ২ বছরের ব্যবধানে দু'টি সন্তান নেওয়া বিষয়ে পরিবার পরিকল্পনা অধিপ্তরের অপারেশনাল প্ল্যানসমূহে নির্দেশনা রয়েছে।

উপযুক্ত সময়ের আগে অর্থাৎ স্ত্রী'র ১৯ বছর বা তার কম এর আগে সন্তান গ্রহণ করলে মা ও শিশুর নিম্নলিখিত সমস্যাগুলোহতে পারে ঃ

- ১৯ বছর বা তার কম বয়সের আগে স্ত্রীর কোমড়ের হাড় (পেলভিক ক্যাভিটি) পুরোপুরি উপযোগী না হওয়াতে বাচ্চা বেড়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট জায়গা পায় না।
- এ সময় স্ত্রী'র প্রসব রাস্তা ছোট থাকে এবং এ কারণে বাচ্চা হবার সময় প্রসব রাস্তা ছিঁড়ে যেতে পারে।
- প্রসবের রাস্তা ছোট থাকার কারণে প্রসবের সময় অতিরিক্ত চাপে বাচ্চার শারিরীক ও মানসিক সমস্যার কারণ হতে পারে।
- গর্ভ ও প্রসবজনিত জটিলতা হতে পারে, ফলে মা ও শিশুর মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যায়।
- মা ও গর্ভের শিশু দুজনেই অপুষ্টিতে ভোগার সম্ভাবনা থাকে এবং ওজনের শিশুর জন্ম হার যার রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও কম থাকে।
- গর্ভপাতের ঝুঁকি থাকে।

মাঠ পর্যায়ে করণীয় সমূহঃ

- ১৮ বৎসরের আগে (মেয়েদের) বিয়ের কুফল সম্পর্কে জনসাধারনকে অবহিত করা;
- কৈশোরকালে গর্ভধারণের পরিনতি সম্পর্কে জনসাধারনকে অবহিত করা;
- ১৯ বছর বা তার কম বয়সী দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার বৃদ্ধির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- ১৯ বছর বা তার কম অর্থাৎ কৈশোরকালীন মাতৃত্ব রোধ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

উপরোক্ত প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোকে পরিবার পরিকল্পনা-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারীর পক্ষ থেকে আসন্ন সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উপলক্ষ্যে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বৃদ্ধির বিষয়ে নিম্নলিখিত নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ করা হলো-

- ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা, জাঁকজমকভাবে পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা। এলক্ষ্যে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে বরাদ্দকৃত (প্রতিমাসে ৭০০/- টাকা) টাকা হতে খরচের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সেবা ও প্রচার সপ্তাহ প্রচার সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য স্যাটেলাইট ক্লিনিকগুলো যথাসম্ভব উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত করা।
- মাঠ পর্যায়ে কর্মীগণকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় করে সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদ্‌যাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উপরোক্ত নির্দেশনাগুলো অনুসরণপূর্বক সেবা ও প্রচার সপ্তাহ উদ্‌যাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৬/১১/১৯
(ডাঃ মোঃ সারোয়ার বারী)
যুগ্মসচিব
পরিচালক (অর্থ) ও লাইন ডাইরেক্টর
ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী
ফোনঃ ৫৮১৫১৮৬১ (অফিস)

উপপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা (সকল)।

স্মারক নং-পপঅ/এফএসডি/১৩(বিবিধ)১১(পরিপত্র)/২০১৭-১৮/১২৮৬/১(২০৫) তারিখঃ ২৬/১১/২০১৯খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য

১। পরিচালক/লাইন ডাইরেক্টর, ..., পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।
২। পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/বরিশাল/খুলনা/রাজশাহী/রংপুর বিভাগ।
৩। আঞ্চলিক সুপার ভাইজার (এফপিসিএসটি-কিউএটি), ... অঞ্চল
৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।

২৬/১১/১৯
(ডাঃ মোঃ শামছুল করিম)
প্রোগ্রাম ম্যানেজার
ফ্যামিলি প্ল্যানিং-ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী

F:\ANWAR\DR. SHAMSUL KARIM\FAMILY PLANNING WEEK\Family Planning week Latter1.doc